আলোকিত জীবনের প্রতীক

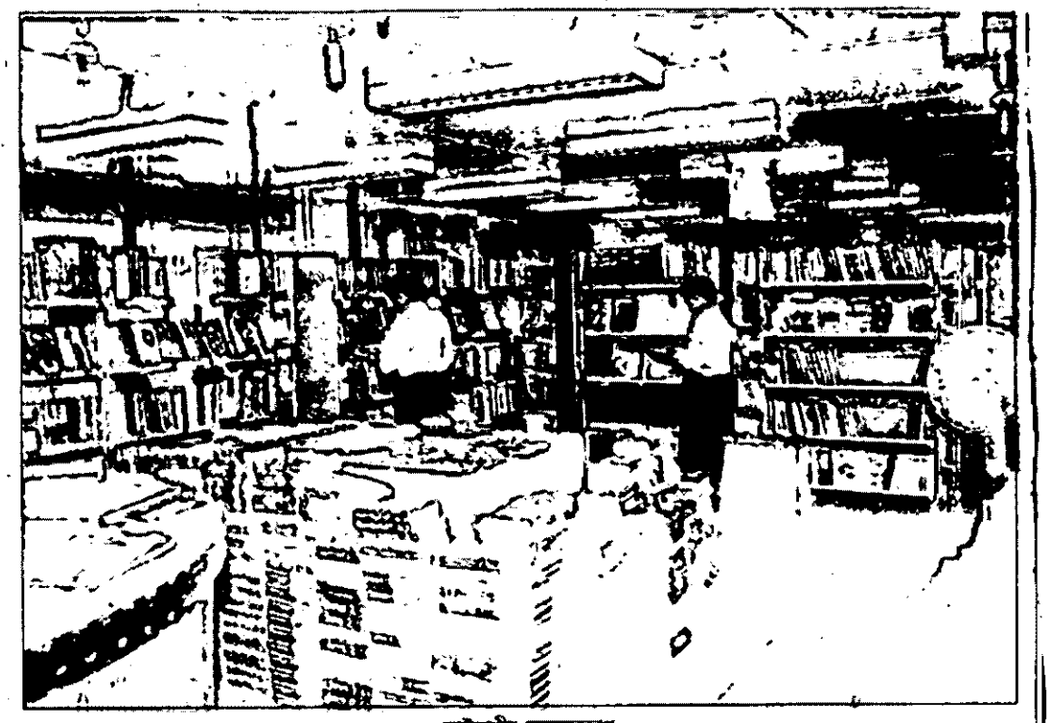

লাইব্রেরীর অভ্যন্তরভাগ

মানুষ জগতে আসার পর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার আপন মনের ডায়রীতে। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে তার আপন অভিজ্ঞতাকে প্রচার করার এবং মৃত্যুর পরও মানব মনে বিরাজ করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি সেই প্রাচীনকাল থেকেই রয়ে গেছে মানুষের মাঝে। কালক্রমে মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকায় নতুন নতুন সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। ফলে আগের লেখা শিলালিপিকে সামিয়ে রাখার জন্য কক্ষ তৈরী হয়। কালক্রমে ধীরে ধীরে লাইব্রেরীর উদ্ভব ঘটে।

লাইব্রেরী শব্দটি Liber শব্দ (a book) থেকে আসছে। পড়াশুনা জ্ঞানার্জন এবং তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহের নিমিত্তে সংগ্রহকৃত পুস্তক সম্ভারই হল লাইব্রেরী। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ১৫০০ অব্দে ব্যাবিলন শহরের Nuppur-এ ছোট ছোট কক্ষ এবং Clay Tablit নিয়ে গড়ে ওঠে প্রাচীন লাইব্রেরী। প্রাচীন এথেন্স, লাইসিয়াম এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় বিশাল গবেষণাগার গড়ে ওঠে। বাইজান্টাইনের ইমপেরিয়াল লাইব্রেরী পৃথিবীর গ্রন্থাগার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পরবর্তীতে কর্ডোভা, গ্রানাডা, বাগদাদ, স্পেন, কায়রো প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগীয় পরবর্তী রেনেসার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার, সাহিত্য-দর্শনে এক বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মুদ্রণ যন্ত্র, কাগজ, গৃহ এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আলোকচিত্র, কাগজে ছবি, কাঁচের পাত্রে বাঁধা ছবি, ফনোগ্রাফ রেকর্ড, ট্যাপ, কমপ্যাক্ট অডিও ডিস্ক, ইন্টারনেট প্রভৃতি ব্যবহার হতে দেখা যায়। বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ হওয়ায় লাইব্রেরীর আকার-প্রকার বেড়েই চলেছে। বর্তমানে লাইব্রেরী বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। যেমন (১) ন্যাশনাল লাইব্রেরী, (২) ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, (৩) পাবলিক লাইব্রেরী, (৪) স্পেশাল লাইব্রেরী, (৫) স্কুল লাইব্রেরী, (৬) প্রাইভেট লাইব্রেরী। তাছাড়া Subscription এবং Archives নামে দু'ধরনের লাইব্রেরীর কথা অধুনা উচ্চারিত হচ্ছে।

পাবলিক লাইব্রেরীতে বিশেষ করে গবেষকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের আনন্দের চাহিদা মিটে থাকে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা জরুরী। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তবে আর একটি সংস্থা নীরবে মানুষ সৃষ্টি ও পাঠক সেবা করে যাচ্ছে তাদের কথা আজ বিশেষভাবে বলতে চাই। "আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিষ্ট্রিবিউশন হাউস"- প্রতিষ্ঠানটির কথা আমরা অনেকে জানি না। অথচ এখানকার কর্মসূচী দেখে আমরা বিমোহিত না হয়ে পারি না। বিশ্বের নামকরা অনেকগুলো প্রকাশনা সংস্থার এক্সক্লুসিভ ডিলার ও ডিষ্ট্রিবিউটর-এ এম বি ডি এইচ অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও তথ্য প্রযুক্তি সম্বলিত হাজার হাজার দেশী-বিদেশী বইয়ের একটা ভান্ডার। বিক্রয় কেন্দ্রের শো-রুম অথবা ডিসপ্লে সেন্টারে বিষয়ভিত্তিক বই সজ্জিত থাকার কারণে সহজে কাঙ্ক্ষিত বই পাওয়া যায়। পাঠকের কাঙ্ক্ষিত প্রায় সব ধরনের বাংলা, ইংরেজী বই যেমন- গল্প, কবিতা, উপন্যাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাভিত্তিক আইন ও গবেষণামূলক বই। এছাড়া আরো রয়েছে নজরুল রচনাবলী, রবীন্দ্ররচনাবলী, খান বাহাদুর আহছানউল্লাহ রচনাবলী সেইসাথে তাফসীরুল কোরআন, হাদিস শরীফ ও মহানবীর জীবনী, ধর্মীয় পুস্তকসহ ছোটদের বিভিন্ন ধরনের বই। বিজ্ঞান, দর্শন জ্যোতির্বিদ্যার জন্য আছে বই। ব্যবসাভিত্তিক মানষিকতা না থাকার কারণে ৪০% পর্যন্ত কমিশনে সারাবছর পাওয়া যায় বই। আপনি CD ROM, ক্যাটালগের সাহায্যে বইয়ের বিশ্ববাজার সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। এমনকি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের বইয়ের প্রকাশনা অবস্থা সম্পর্কে ছয় মাস অগ্রিম জানতে পারবেন। এই প্রতিষ্ঠান কিছু সেবা দিয়ে থাকে যা সত্যি প্রশংসনীয়। যথা-বাংলাদেশের যে কোন প্রকাশক লেখকের বইয়ের উন্নয়ন, প্রচার ও বিক্রির দায়িত্ব পালন, উন্নত প্রক্রিয়ায় বই সংরক্ষণ, দেশ ও বিদেশের উল্লেখযোগ্য বইমেলায় অংশগ্রহণ। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন। বিদেশে বইয়ের বাজার সৃষ্টি। আমদানী ও রফতানী।

জ্ঞান শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার জন্য ঘুরে আসার আহ্বান জানাই আহছানিয়া মিশন বুক ডিষ্ট্রিবিউশন হাউজের বই বাজারে। খুব বেশী দূরে নয়। সোবহানবাগ মসজিদের কাছে কিংবা পার্টি সেন্টারের পাসে সিটি টাওয়ার বিল্ডিং-এর দোতলায়। ধানমন্ডি রোড ১৩ (নতুন), বাড়ী ১/এ, মিরপুর রোড সোবহানবাগ, ঢাকা। ফোনঃ ৯১২৪১৫১।

❑ এবিএম শহিদুল ইসলাম

MAY 25 2002